

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



রাষ্ট্রপতি  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ  
ঢাকা।

০৩ অক্টোবর ১৪১৭  
১৭ নভেম্বর ২০১০

### বাণী

পবিত্র ঈদুল আয্হা উপলক্ষে আমি দেশবাসী ও মুসলিম উম্মাহকে আমার আন্তরিক অভ্যর্থনা ও মোবারকবাদ জানাই।

ত্যাগের মহিমায় ভাস্বর পবিত্র ঈদুল আয্হা মহান আল্লাহর প্রতি অপরিমিত আনুগত্যের অনুপম নিদর্শন। মহান আল্লাহর নির্দেশে প্রাণপ্রিয় পুত্র হযরত ইসমাইল আঃ কে কোরবানী করতে উদ্যত হয়ে হযরত ইব্রাহীম আঃ আল্লাহর প্রতি যে আনুগত্য ও ভক্তি প্রদর্শন করেছেন তা অতুলনীয়। সমগ্র বিশ্ববাসীর কাছে এ ত্যাগ চির সমৃদ্ধ ও অনুকরণীয় হয়ে থাকবে। একটি শান্তিপূর্ণ ও সহনশীল সমাজ বিনির্মাণে ধৈর্য ও সহনশীলতা অপরিহার্য। ঈদুল আয্হার ত্যাগের মহান আদর্শ ও শিক্ষাকে আমাদের চিন্তা ও কর্মে প্রতিফলিত করতে হবে। ঈদুল আয্হা মুসলিম জাতির ঐক্য, সংহতি ও ভ্রাতৃত্ববোধকে আরো সুসংহত করবে বলে আমার বিশ্বাস।

পবিত্র ঈদুল আয্হা সবার জন্য কল্যাণকর হোক।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

০৩ অক্টোবর ১৪১৭

মোঃ জিল্লুর রহমান

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



প্রধানমন্ত্রী  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

০৩ অক্টোবর ১৪১৭  
১৭ নভেম্বর ২০১০

## বাণী

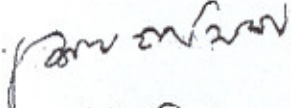
ত্যাগের মহিমায় মহিমান্বিত পবিত্র ঈদ-উল-আযহা উপলক্ষে আমি প্রিয় দেশবাসী ও বিশ্বের সকল মুসলমান ভাই-বোনকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা।

প্রিয় বন্ধুকে উৎসর্গের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের যে অনুপম দৃষ্টান্ত হযরত ইব্রাহীম (আঃ) স্থাপন করে গেছেন, মুসলমানদের জন্য তা চিরকাল অনুকরণীয় হয়ে থাকবে।

এই উৎসবের মধ্য দিয়ে সামর্থ্যবান মুসলমানগণ কুরবানীকৃত পণ্ড আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীর মধ্যে বিলিয়ে দিয়ে প্রকারান্তরে সকলের মধ্যে সমতা প্রতিবিধান এবং পরহিতক্ষুতার অনুশীলন করে থাকেন।

আসুন পবিত্র ঈদ-উল-আযহার মর্মবাণী উপলব্ধি করে আমরা নিজ নিজ অবস্থান থেকে জনকল্যাণমুখী কর্মকাণ্ডে অংশ নিয়ে বিভেদ-বৈষম্যহীন একটি সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু  
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

  
শেখ হাসিনা